বড়পুকুরিয়ায় কয়লা উধাও, বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ

ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত খনি করার চক্রান্ত

২৬ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুলবাড়ী দিবসে
শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ

ফুলবাড়ী দিবসের এক যুগ (২০০৬-১৮) পূর্তিতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ফুলবাড়ীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কমিটির ফুলবাড়ী শাখার আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব জয়প্রকাশ গুপ্তের সঞ্চালনায় ফুলবাড়ী শহরের নিমতাল মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান বক্তা কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ অভিযোগ করেন, 'দেশবিরোধী কয়লখনি চুক্তি অনুযায়ী দেশের অংশ মাত্র ছয় ভাগ। বড় লুটপাট তো চুক্তির সময় হয়েছে। কিন্তু লুটেরারা এই ছয় ভাগেরও ভাগ বাটোয়ারা না নিয়ে থাকতে পারেনি। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে পরিকল্পিতভাবে কয়লা লুটপাট করে বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কয়লার সংকট দেখিয়ে খনি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তোলার নতুন ষড়যন্ত্রকারীরা এসব করছে। সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে ডিসেম্বর থেকে গণ-আন্দোলন শুরু হবে।

ঢাকায় ২৬ আগস্ট '১৮ ফুলবাড়ী দিবস উপলক্ষ্যে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুলবাড়ীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য আলমগীর হোসেন দুলাল, গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য ফিরোজ আহমেদ, গণমুক্তি ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নাসির উদ্দীন নাসু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, জাতীয় কমিটির ঢাকা নগর সমন্বয়ক জুলফিকার আলী, আকবর খান, বাসদ (মাহবুব)-এর কেন্দ্রীয় নেতা মঈন উদ্দীন চৌধুরী লিটন প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ফুলবাড়ী আন্দোলনের এক যুগ পার হলেও সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। জ্বালানি নিয়ে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি, মধ্যপাড়া গ্রানাইট থেকে কয়লা-পাথর চুরি, লুটপাট ও দুর্নীতির নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে কিন্তু লুটপাটকারীদের গ্রেফতার ও বিচার করা হয়নি। ফুলবাড়ী, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুর-বড়পুকুরিয়াসহ উত্তরবঙ্গ ধ্বংস করে উন্মুক্ত খনির চক্রান্ত চলছে। ফুলবাড়ী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নামে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি; আন্দোলনকারীদের হয়রানি করা হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৬ সালে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি প্রকল্প বাতিল, জাতীয় সম্পদ রক্ষা এবং ফুলবাড়ী থেকে বিদেশি কোম্পানি এশিয়া এনার্জিকে প্রত্যাহারের দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ফুলবাড়ীর জনগণ। তারা এশিয়া এনার্জি অফিস ঘেরাও করে। তখন নিরস্ত্র মানুষের ওপর পুলিশ ও বিডিআর নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে আমিন, সালেকিন ও তরিকুলকে, আহত হয় দুই শতাধিক মানুষ। তখন ৬ দফা দাবির প্রেক্ষিতে বিএনপি-জামায়াত সরকারের সাথে ৩০ আগস্ট এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে চুক্তি এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী নেত্রী শেখ

হাসিনা ফুলবাড়ীর আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলো। কিন্তু এখন ক্ষমতায় আছে অথচ ফুলবাড়ী চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় জনগণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর এশিয়া এনার্জির প্রধান গ্যারি এন লাই সস্ত্রীক ফুলবাড়ী অফিসে সভা করার সময় আন্দোলনকারীদের তোপের মুখে পড়ে। এসময় উত্তোজিত জনতা গ্যারি এন লাই এর গাড়িতে হামলা করে। এর প্রেক্ষিতে ১০ অক্টোবর '১৮ এশিয়া এনার্জি আন্দোলকারী সংগঠনের শীর্ষ ১৯ নেতার বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, জ্বালানিমন্ত্রী ও জ্বালানি উপদেষ্টার গণবিরোধী ভূমিকা নিয়ে জনগণের মনে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে; তাদের দুর্নীতি দায়মুক্তি আইনের সুরক্ষা দিয়ে জায়েজ করা হচ্ছে। দেশে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন করা হচ্ছে না, গ্যাসের ব্লকগুলো বিদেশি কোম্পানির কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রান্নার জন্য মানুষ পাইপে গ্যাস পাচ্ছে না। তারা ভুল ও মিথ্যা কথা বলে জনগণকে অধিক দামের বিদেশি গ্যাস কিনতে বাধ্য করছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দায়মুক্তি আইন ও সুন্দরবনবিনাশী রামপাল প্রকল্প বাতিল করে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের সকল প্রকল্প নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশে এবং জাতীয় সংস্থার মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলন করে শতভাগ দেশের কাজে লাগানোর দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ উত্তরবঙ্গসহ সারাদেশে সুলভে সার্বক্ষণিক গ্যাস ও বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।